OCT. 07 2006

চিহ্নিত ১১ শিক্ষার্থীর খোঁজ নেই

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি দুর্নীতির ঘটনা ফাঁস

আতিক রহমান পূর্ণিয়া

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি নিয়ে দুর্নীতির ঘটনা ধরা পড়েছে। ফাঁস হয়ে যাওয়া দুর্নীতির খোঁজ নিতে গিয়ে জানা যায় দেশসেরা এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিয়ে ঘটে যাওয়া চাঞ্চল্যকর তথ্য। ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর ১১ শিক্ষার্থীর ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে।

গত মে মাসে ইউনিভার্সিটির পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের ২০০৫ সালে ভর্তি হওয়া প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের প্রথম বর্ষ ফাইনালে পরীক্ষা হয়। পরীক্ষা শেষে শিক্ষকরা চূড়ান্ত ফল প্রকাশের জন্য টিউটরিয়াল পরীক্ষার নাম্বার সমন্বয় করে তা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসে পাঠানোর উদ্যোগ নেন। কিন্তু সে সময় দেখা যায় বিভাগের ১২ ছাত্রছাত্রীর টিউটরিয়াল নাম্বার পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি তাদের জন্য কোনো টিউটরিয়াল শিক্ষকও নেই। তারপরও পরীক্ষা কমিটি বিভাগের অনুমতি নিয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিসে এসব শিক্ষার্থীর জন্য গড় নাম্বার দেয়ার

পৃষ্ঠা ১১ ক ১

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সুপারিশ করে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বাদ সাধে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস। অফিস দেখতে পায় ১২ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে একজন ছাড়া বাকি ১১ জনের ভর্তির কোনো কাগজপত্র ও অন্যান্য ডকুমেন্ট সংশ্লিষ্ট অফিসে নেই। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস ইউনিভার্সিটির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চায় পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের কাছে। এর আগে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে দেয়া বিভাগীয় চিঠিতে পরীক্ষা কমিটি এসব শিক্ষার্থীর রোল নাম্বার ডিন অফিস থেকে দেরিতে আসার জন্য টিউটরিয়াল নাম্বার পাঠানো সম্ভব হয়নি বলে দাবি করে। ফলে কন্ট্রোলার অফিস থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে ১১ সেপ্টেম্বর পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগকে একটি চিঠি পাঠানো হয়। চিঠিতে অভিযুক্ত পরীক্ষার্থীদের রোল নাম্বার আসতে কতোদিন দেরি হয়েছে এবং কি কারণে দেরি হয়েছে, বিভাগের এ বিষয়ে ভুলটি কার বা কাদের এবং সংশ্লিষ্টদের দায়দায়িত্বসহ একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট চাওয়া হয়। এ চিঠি পাওয়ার পর গত রবিবার বিভাগের শিক্ষকরা সভায় বসে এ সংক্রান্ত একটি পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেন। বিভাগের সিনিয়র শিক্ষক …

… করে গঠিত এ কমিটিতে সদস্য হিসেবে আছেন প্রফেসর মাহাবুবুর রহমান, প্রফেসর ফিরোজ আহম্মেদ, প্রফেসর ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ এবং প্রফেসর ড. মোবাশ্বের মোমেন।

বিভাগীয় সূত্রে জানা যায়, এ ১১ শিক্ষার্থীর বিষয়ে বিভাগীয় শিক্ষকদের সন্দেহ দেখা দিলে বিভাগের পক্ষ থেকে নোটিশ করে এ শিক্ষার্থীদের শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলার জন্য ডাকা হয়। কিন্তু তাদের কেউ শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা করেনি। এমনকি তাদের সহপাঠীদের মাধ্যমে যোগাযোগ করেও কোনো হদিস মিলছে না। বিভাগের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক জানান, তিনি ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করে এ ১১ শিক্ষার্থীর একজনকে চিহ্নিত করে কথা বলার সময় সে অবৈধভাবে ভর্তি হওয়ার কথা স্বীকার করেছে।

পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের একাধিক শিক্ষক নাম না প্রকাশ করার শর্তে এ ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি অবৈধ উপায়ে হয়েছে বলে জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে যোগাযোগ করলে বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ বলেন, তিনি মনে করেন এ ঘটনায় তার বিভাগের কেউ জড়িত নেই। …

… ভবনসহ ভর্তি প্রক্রিয়ায় জড়িত অন্যান্য অফিসের কেউ দায়ী থাকতে পারে। তিনি বলেন, ভর্তি প্রক্রিয়ায় মূল স্রোতে যারা ভর্তি হয় তাদের মধ্যে অনিয়ম কম হয়। কোটার মাধ্যমে ভর্তি হওয়াদের মধ্য থেকে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। প্রফেসর কলিমউল্লাহ বলেন, তিনি এ বিভাগে নতুন চেয়ারম্যান। এসব শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিল আগের চেয়ারম্যানের সময়। ঈদের ছুটির পর তদন্ত কমিটি কাজ শেষ করে এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দিতে পারবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এসএমএ ফায়েজ এ প্রসঙ্গে বলেন, ইউনিভার্সিটির প্রক্টর বুধবার বিষয়টির ব্যাপারে তাকে ইঙ্গিত দিয়েছেন। প্রক্টর ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ দু'-একদিনের মধ্যে তাকে বিস্তারিত জানাবেন। তিনি বলেন, এ ধরনের সমস্যা শুধু এক বিভাগে নয়, অন্যান্য বিভাগেও হতে পারে। এর আগেও এ রকম ঘটনা ঘটেছে। আগে ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ ও বিজ্ঞান অনুষদে ঘটেছে। তবে যারাই এসবের সঙ্গে জড়িত থাকুক ইউনিভার্সিটির প্রশাসনিক শক্তি দিয়ে এবং প্রয়োজনে পুলিশে সোপর্দ করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। সে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের …